সংবাদ

তারিখ 4 NOV 2013
পৃঃ ১০ কঃ ১

কেশবপুরে ১০ বছর ধরে পানিতে পাঠদান চলছে দুটি বিদ্যালয়ে

শামসুর রহমান, কেশবপুর (যশোর)

কেশবপুর উপজেলার মহাদেবপুর গ্রামের দুটি বিদ্যালয় গত ১০ বছর ধরে প্রতি বর্ষার মৌসুমে কমপক্ষে ৫ মাস ধরে পানিবন্দী হয়ে থাকে। এ সময় আশপাশে কোন উঁচু জায়গা না থাকায় বাধ্য হয়ে পানির মধ্যে চলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। এলাকাটি প্লাবিত হওয়ায় অধিকাংশ রাস্তাঘাট ধসে গেছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসতে হয়। কর্তৃপক্ষ মাঠ ভরাট ও বিদ্যালয়ের মেঝে উঁচু করার জন্য প্রশাসনের একাধিক দফতরে আবেদন করেও ফল পায়নি। জানা গেছে, কেশবপুর শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী মহাদেবপুর গ্রামে ১৯৭৩ সালে মহাদেবপুর রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১৯৮৫ সালে মহাদেবপুর আরবিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সে সময় আশপাশে অন্য কোন বিদ্যালয় স্থাপিত না হওয়ায় বিদ্যালয় দুটিতে ৭ শতাধিক ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করত। ১৯৯০ সালের পর কপোতাক্ষ নদ ভরাট হয়ে গেলে পানি নিষ্কাশন পথ বন্ধ হয়ে গ্রামটি প্লাবিত হতে থাকে। তাছাড়া ওই গ্রামের পানি নিষ্কাশনের একমাত্র পথ বগার খাল দখল করে মাছ চাষ করায় গত ১০ বছর ধরে বিদ্যালয় দুটি প্লাবিত হয়ে আসছে। বছরের কমপক্ষে ৫ মাস বিদ্যালয় দুটি শ্রেণী কক্ষে পানি থাকে। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় শ্রেণী কক্ষের পানির মধ্যে চলে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান। অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ওই বিদ্যালয় দুটি থেকে সন্তানদের অন্যত্র নিয়ে ভর্তি করছেন বলে শিক্ষকদের অভিযোগ। ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র আল আমিন, আলিরাজ, ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী খাদিজা খাতুন ও চুমকি দাস জানায়, গত ৩ মাস ধরে পানির মধ্যে শিক্ষকরা তাদের পাঠদান করাচ্ছে। পানির মধ্যে বেশি সময় থেকে তাদের দুপায়ে ঘা হয়ে গেছে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পাঠদান করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আ. হান্নান বলেন, বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ প্লাবিত হওয়ায় কক্ষ সংকটের কারণে ৫ম ও শিশু শ্রেণীর পাঠদান চলছে গ্রামের হাবিব হোসেনের বাড়িতে। এখনও ৩ মাস পানিবন্দী হয়ে থাকবে বিদ্যালয়টি। সরেজমিন বিদ্যালয় দুটি পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মহাদেবপুর-সেনপুর সড়কের ওপর দিয়ে বন্যার পানি প্রবাহিত হচ্ছে। শ্রেণীকক্ষের ভেতর হাঁটু পানিতে বেঞ্চ দিয়ে মাচা তৈরি করে ছাত্রছাত্রীরা বসে আছে। পানিতে দাঁড়িয়ে শিক্ষকরা পাঠদান করাচ্ছেন। সীমাহীন দুর্ভোগের পরও বিদ্যালয় দুটি থেকে শিক্ষার্থীরা সুনামের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। মহাদেবপুর আরবিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দাস সুভাষ চন্দ্র বলেন পানির কারণে মূল ভবনের অফিসসহ ৫টি কক্ষ ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সামনে বার্ষিক পরীক্ষা তাই বাধ্য হয়ে পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে একই কক্ষের ভেতর দুটি শ্রেণীর পাঠদান করাতে হচ্ছে। পানির কারণে বিদ্যালয়ের চেয়ার বেঞ্চ আসবাবপত্র নষ্টসহ ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। পানিবদ্ধতার কারণে মেধাবী ছাত্রদের ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশসহ পয়ঃনিষ্কাশন, বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাছে বহুবার আবেদন করেও কোন ফল পায়নি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু সায়েদ মো. মনজুর আলম বলেন, শুধু মহাদেবপুরের দুটি বিদ্যালয় নয়, এ উপজেলায় ৬টি বিদ্যালয় পানিতে প্লাবিত হয়ে বলতে গেলে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে টিন সেট ঘর নির্মাণ করে ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অচিরেই কাজ শুরু হবে।

কেশবপুরের মহাদেবপুর স্কুলে পানির মধ্যে পাঠদান করছে শিক্ষার্থীরা —সংবাদ